দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 31 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

বুয়েটে কোর্স পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা কোর্স শেষ হচ্ছে

।। আনোয়ার সাদাত ।।

চব্বিশ বছর পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম এক বছরের শিক্ষা কোর্স এক বছরের মধ্যেই সমাপ্ত হচ্ছে। এই অসাধ্যটি সাধন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরেরও কম সময় আগে চালু করা নতুন কোর্স পদ্ধতির কল্যাণে। '৯০–৯১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা কোর্স পদ্ধতির আওতায় গত বছরের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাদের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করে। এক বছর পার হওয়ার একদিন আগেই অর্থাৎ আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর তারা শুরু করবে তাদের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস।

ইতিমধ্যে তারা সমাপ্ত করেছে একটি শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত দুটো টার্ম। এছাড়া আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বরের আগেই তারা শেষ করবে দেড়মাস মেয়াদী একটি অতিরিক্ত মিড টার্ম। এই মিড টার্মে তারা নেবে একটি কিংবা দুটো অতিরিক্ত কোর্স। নতুন কোর্স পদ্ধতিতে নিয়মিত টার্মগুলোতেও অতিরিক্ত কোর্স নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। ফলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী চাইলেই হয়ত নির্ধারিত চার বছরের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শেষ করে প্রকৌশলী হয়ে বেরুতে পারবে।

স্থাপত্য অনুষদের ডীন প্রফেসর খায়রুল এনাম জানালেন, তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে স্থাপত্যে স্নাতক হয়েছেন। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করতে লেগেছে নির্ধারিত পাঁচ বছর। এরপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কখনও কোন ব্যাচ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে পারেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিগত আট বছর ধরে একেকটি শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করতে নির্ধারিত ৫২ সপ্তাহের বদলে গড়ে ৭০ সপ্তাহ করে লাগছে। ফলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে তিন বছরের সেশন জট। ১৯৮৬ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছে তারা এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্ধারিত সময়ের তিন বছর পর তাদের ডিগ্রী পাচ্ছে।

১৯৮৬ ও ৮৭ সালের দুটো ব্যাচের ক্লাস একই সাথে শুরু করা হয়েছিল। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সেশনজট একবছর কমে গেলেও আবার বেড়েছে।

১৯৯১ সালে এইচএসসি পাস করে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে দু' বছর বসে থাকার পর তারা ক্লাস শুরু করবে আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর। ইতিমধ্যে পরবর্তী ব্যাচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু তারা জানেনা কবে তাদের ক্লাস শুরু হবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ শাহজাহান তার কার্যালয়ে 'সংবাদ'–এর এই প্রতিনিধিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত হলেও বিদ্যমান সেশন জট নিরসনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে সম্পূর্ণভাবে সেশন জটমুক্ত করা যাবে, তার একটি পরিকল্পনা আমরা সরকারের কাছে দাখিল করব। সরকার যদি এ ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেয় তাহলে আগামী '৯৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট দূর করা যাবে বলে আমরা আশা করছি।